



শীতে পোষা সৌখিন প্রাণীর যত্ন

কৃষিবিদ ডাঃ মোঃ মুনিরুজ্জামান

মানুষ সামাজিক জীব। তাই একা বাস করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। একবিংশ শতাব্দীতে এসে আমরা হয়ে পড়েছি ভীষণ যান্ত্রিক। একে অপরকে সময় দেবার মত সময় হয়ে উঠে না। তাই আপজনদের কাছে না পেয়ে কিংবা একান্তই শখের বসে আমরা পালন করে থাকি সঙ্গী প্রাণী। শুধু আমেরিকাতে প্রায় ৬২ ভাগ বাড়িতে সঙ্গী বা কম্প্যানিয়ন প্রাণী আছে (আমেরিকান পেট



প্রডাক্ট এসোসিয়েশনের- জাতীয় সৌখিন পোষা প্রাণী পরিসংখ্যান জরিপ ২০১১-১২)। পশ্চিমা দেশ গুলোতে সঙ্গী প্রাণী হিসেবে পালন করা হয়- কুকুর, বিড়াল, গিরগিটি, বানর, ঘোড়া, ছাগল, হাঁদুর, খরগোশ, কচ্ছপ, মাছ, সরীসৃপসহ বিভিন্ন প্রজাতির পাখি। তবে আমাদের দেশে কুকুর, বিড়াল এবং কয়েক প্রজাতির দেশি বিদেশী পাখি পালন করা হয়। তাই আজকে আমরা চলমান শীতে মৌসুমে কি ভাবে আমাদের এই সৌখিন সঙ্গী প্রাণীগুলোর যত্ন নিতে পারি জেনে নেই।

শীতকাল আসলে মানুষসহ সবার রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এ সময়ে জীবাণুরা বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠে। বিশেষ করে আমাদের দেশের শীতকালের তাপমাত্রা জীবাণুদের কার্যকারিতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাবে গরমে অধিক গরম আর শীতে অধিক শীত পড়ছে ফলে, আমাদের দেশও হারাতে বসেছে ঋতু বৈচিত্র। এই

জন্য এই শীতে নিজেদের পাশাপাশি আমাদের পোষা প্রাণীগুলোর প্রতি রাখতে হবে বিশেষ খেয়াল।

পোষা সৌখিন প্রাণীর যত্ন

- ❖ কুকুর বেশিরভাগ সময় সাধারণত বাড়ির ভেতরেই থাকে। তাই শীতে তাকে বাইরে বের না করাই ভালো। এতে করে হাইপোথার্মিয়া হওয়া থেকে কুকুর রক্ষাপাবে। আর যারা আমাদের দেশীয় কুকুর পালন করেন তাদের জন্য এটি তেমন সমস্যা নয়।
- ❖ কিছু কুকুর আছে তারা নিজেরাই তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তবে ক্ষুদ্র লোমশ কুকুর যেমন গ্রে হাউন্ড, ডোবারমেন্স, চিহুয়া এরা খুবই শীতকাতুরে। শীতের তীব্র ঠান্ডায় খাপ খাওয়াতে এদের বেশ বেগ পেতে হয়। এ



জাতীয় কুকুর যারা পালেন তাদের উচিত হবে, বাইরে বের করার সময়, তাদের জন্য ভালো গরম কাপড় পরিধান করিয়ে বের করা।

- ❖ সচরাচর প্রভাতের শেষ ভাগে কিংবা বিকেলের আগে আগে যখন দিনের রৌদ্র একটু বেশি থাকে তখন কুকুরকে বাইরে হাঁটানোর জন্য ভালো সময়। এতে করে ব্যায়ামও হবে পাশাপাশি ভিটামিন ডি এর অভাব পূরণ হবে।



- ❖ শীতে খেলাধুলার জন্য খেলার পুতুল নরম বল ব্যবহার করা উচিত শক্ত কোন কিছুতে আঘাত পেলে এর তীব্রতা শীতকালে বেশি হয়।
- ❖ মেঝের যে জায়গায় ওরা থাকে সেখানে ভালো বিছানার ব্যবস্থা করা। যাতে করে মেঝের ঠান্ডা ওদের না লাগে।
- ❖ খাবার পানি হালকা গরম করে সরবরাহ করুন। শীতে ওরা এমনিতে পানি কম খাবে, ঠান্ডার কারণে যাতে আরো কম না খায় সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। কম পানি খেলে মেটাবলিজমে সমস্যা হবে।
- ❖ হিটার এবং আঙুন থেকে সাবধান! শীতের তীব্রতায় কুকুর না বুঝে হিটার বা আঙুনের কাছে যাবে গরম আবহাওয়ার জন্য এতে করে শরীরে আঙুন লাগতে পারে অথবা লোম ও চামড়া পুড়ে যেতে পারে।
- ❖ শীতল আবহাওয়ায় চামড়ার রক্ষণতা দূর করার জন্য নারিকেল তেল অথবা মাছের তেল খুব উপকারি। আর যদি থাবা, লেজ, কান বেশি শুষ্ক হয়ে যায় তাহলে এতে নারিকেল তেল মালিশ করে ভালো ফল পাওয়া যাবে।
- ❖ শীতে খাবারের প্রতি বিশেষ যত্নবান হতে হবে। লক্ষ রাখতে হবে যে, বেশি খেয়ে প্রাণীটি মুটিয়ে না যায়। এতে করে অলস হয়ে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। তাই তার কাজের পরিমাণ দেখে প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহ নিশ্চিত করে খাবার প্রদান করতে হবে।
- ❖ খাবার নিয়ে খেলা! আপনি খাবার নিয়ে আপনার পোষা প্রাণীদের সাথে খেলুন। ছড়িয়ে ছিটিয়ে খাবার দিন। এতে করে তার কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।
- ❖ গোসল করিয়ে দিলে শরীরের পানি শুকানোর বিষয়টি নিশ্চিত করুন।

শীতের অসুখ বিসুখ

শীতে কুকুরে সাধারণত পাঁচ ধরনের অসুস্থতা দেখা যায় যথা:

- ❑ হাইপোথার্মিয়া (স্বাভাবিকের চেয়ে শরীরে তাপমাত্রা কম)
- ❑ ফ্লেস্ট বাইট (এটি আমাদের দেশে হয় না)
- ❑ এন্টিফ্রিজিং পয়োজনিং (খুব সামান্য পরিমাণে মারাত্মক ক্ষতি করে, এমন কি মারা পর্যন্ত যেতে পারে)
- ❑ শ্লিফল বা শ্বাস কষ্ট; নাক বন্ধ হয়ে শ্বাসপ্রশ্বাসে সমস্যা
- ❑ কেনেল কফ (কুকুরের এ রোগ শীতে বেশি হয়। ভ্যাকসিন করে নিলে ভালো। না মেয়া থাকলে রেজিঃ ভেট এর পরামর্শক্রমে এন্টিবায়োটিক সেবন করাতে পারেন, যদি জ্বর সপ্তাহব্যাপী থাকে)।
- ❑ এছাড়াও নিউমোনিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, অপ্রাইটিস প্রভৃতি রোগ হয়ে থাকে।

বিঃদ্র: শরীরের তাপমাত্রার পরিবর্তন হলে অর্থাৎ জ্বর আসলে কিংবা তাপমাত্রা(স্বাভাবিক ৯৯-১০২.৭ ডিগ্রী ফারেনহাইট) কমে গেলে, নাড়িস্পন্দন (স্বাভাবিক কুকুর ৬০-১৫০/মিনিট এবং বিড়াল ১৪০-২২০/মিনিট) এবং শ্বাসপ্রশ্বাস এর হার (স্বাভাবিক ৮-৪০ প্রতিমিনিটে) কমে গেলে রেজিঃ ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহণ করুন। অন্য কারোর পরামর্শে ঔষধ সেবনে বিরত থাকুন। আপনার প্রাণীদের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করুন।

কৃষিবিদ ডাঃ মোঃ মুনিরুজ্জামান

জেনারেল প্রাক্টিসনার

এম এস (পাবলিক হেলথ-চলমান)

হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

দিনাজপুর-৫২০০

আপনার সন্তানের স্কুলের টিফিনে
প্রতিদিন একটি করে ডিম দিন।
ডিম শিশুর পুষ্টি জোগাতে সহায়ক।

সৌজন্যে 'খামার'

